দৈনিক
ইনকিলাব

ইবিতে ছাত্রলীগের সাথে ছাত্রদল ও শিবিরের সংঘর্ষ : আহত ২০

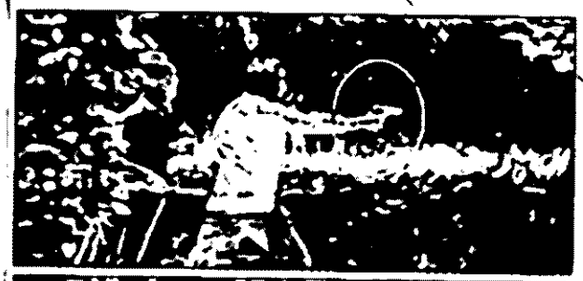

ইবিতে সংঘর্ষের সময় পিস্তল হাতে তেড়ে যাচ্ছে ইবি ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সঞ্জীব এবং (নিচে) রামদা হাতে ছাত্রদলের এক ক্যাডার -ইনকিলাব

❑ ইবি রিপোর্টার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল-শিবিরের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া ও গুলিবর্ষণে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ক্যাম্পাস। প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। আহতদের প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা দিয়ে পরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রথমে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া- পৃ: ২ ক: ১

ইবিতে ছাত্রলীগের সাথে প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটলেও পরে ছাত্রশিবির ছাত্রদলের পক্ষ নেয়। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী শেখপাড়া বাজারে ছাত্রলীগের বহিরাগত এক কর্মীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কর্মী এবং রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র সোহাগ ও রনির কথা কাটাকাটি হয়। সকাল ১০টার দিকে সোহাগ ও রনি তাদের দলীয় টেন্টে আসলে ছাত্রলীগ কর্মী আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র রাসেল জোয়ার্দার কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছাত্রদলের দলীয় টেন্টে গিয়ে তাদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে। এতে ছাত্রদলের রনি নামে এক কর্মী আহত। এ ঘটনা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় ছাত্রদল কর্মীরা সংগঠিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার পিছনে অবস্থান নেয়। এসময় ছাত্রলীগ তাদের টেন্টে অবস্থান করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান ও সহকারী প্রক্টর আলতাফ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে। এক পর্যায় বেলা ১১টার দিকে ছাত্রদল কর্মীরা দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার থেকে বের হয়ে ছাত্রলীগের টেন্টের দিকে আসতে চাইলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসময় ছাত্রলীগের আহবায়ক শামীম খান, যুগ্ম আহবায়ক আবুবার গিফারি শাফায়েত নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের ওপর হামলা চালায়। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে প্রায় আধাঘন্টা সময় ধরে ধাওয়া-পাল্টা চলতে থাকে। পরে পৌনে ১২টার দিকে ছাত্রদল কর্মীরা অনুষদ ভবন থেকে সরে এসে টিএসসিসি'র পূর্বপাশে মুক্তমঞ্চে অবস্থান নেয়। এখানেও উভয়পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা চলে। এসময় পুলিশ ছাত্রদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে অর্ধশতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পরে ছাত্রলীগ পুলিশকে সাথে নিয়ে ছাত্রদলের উপর আবার চড়াও হলে আবারও সংঘর্ষ বেধে যায়। এক পর্যায় পুলিশ ছাত্রদলকে লক্ষ করে গুলি ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের দিকে আসে। এক পর্যায় ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির যৌথ ছাত্রলীগের ওপর হামলা করে। এসময় উভয় গ্রুপের মধ্যে গুলি ও ককটেল ও ইট-পাটকেলের নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে বিপুল, মিজানুর রহমান টিটু, আপন, সাইফুল, মিজু রনি, হালিম, শাহেদ, আবুল খায়ের, সোহাগ, রাসেলসহ প্রায় ১৫ জন আহত হয়। এক পর্যায় ছাত্রলীগ পিছুহটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে আশ্রয় নিলে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসে ভাঙচুর করতে থাকে এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের খোঁজ করতে থাকে। এসময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া নামের এক কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছাত্রলীগ কর্মী শাহীন ও বহিরাগত এক ছাত্রলীগ কর্মীকে কুপিয়ে আহত করে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে থাকা ৫টি মোটর সাইকেলে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং প্রশাসন ভবন লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পরে বেলা ১টার দিকে ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

এদিকে দুপুর দেড়টার দিকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন থেকে বেরিয়ে এসে টেন্টে অবস্থান করে। পরে তারা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এদিকে ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে জরুরী মিটিং আহবান করা হয়। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ড. হারুন-অর রশিদ আশকারীকে আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মো. শামীম খান বলেন, 'ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডাররা আমাদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল খায়ের বলেন, 'ছাত্রলীগের ক্যাডাররা আমাদের দলীয় টেন্টে এসে আমাদের কর্মীকে পিটিয়ে আহত করেছে। ছাত্রদল সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে তার জবাব দিয়েছে।

ইবি থানার ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের সময় পুলিশ তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।